# ভারতজুড়ে নয়া বিতর্ক তাজমহল কার

**মুক্তি চৌধুরী,** কলকাতা থেকে

মোঘল সম্রাট শাহজাহান প্রিয়তমা স্ত্রী মুমতাজ মহলের স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় রাখার জন্য বিশ্বের অন্যতম সপ্তম আশ্চর্য তাজমহল নির্মাণ করিয়েছিলো সেই ১৬৫৩ সালে। ১৬৩১ সালে মাত্র ৩৮ বছর বয়সে মারা যান মুমতাজ মহল। তারপর ১৬৩২ সালেই আগ্রায় তৈরি শুরু করেন তাজমহলের নির্মাণ কাজ। ১৬৫৩ সালে ২২ বছরে ২০ হাজার শ্রমিকের শ্রমে গড়ে ওঠে শ্বেত মর্মমের সেই ঐতিহাসিক তাজমহল। গত বছর থেকে ভারতে শুরু হয়েছে তাজমহলের সাড়ে ৩০০ বছর পূর্তি উৎসব। এখনো রেশ কাটেনি সেই উৎসবের।

বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্যতম নির্দশন এই তাজমহল নিয়ে আজ গোল বেঁধেছে ভারতে। সম্প্রতি শেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের বংশধর হিসেবে দু'ব্যক্তি নিজেদের দাবি করে তাজমহলকে 'ওয়াক্ফ সম্পত্তি' হিসেবে ঘোষণা দাবি করেছে। আর এই দাবিকে গ্রহণ করে ওয়াক্ফ বোর্ড ঘোষণা দিয়েছে, তাজমহল ওয়াক্ফ সম্পত্তি। গত ১৩ জুলাইর ওয়াক্ফ বোর্ডের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে ভারতবাসী। তারা দাবি তুলেছে 'না কখনো এটা মেনে নেয়া যায় না। তাজমহল জনগণের। জাতীয় সম্পদ। এটা কোনো ব্যক্তি বিশেষের হাতে তুলে দেয়া যায় না। মেনে নেয়া যায় না এই সিদ্ধান্ত।' ফলে বিতর্ক ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দেশজুড়ে আজ। এতে ফিকে হয়ে গেছে চলমান তাজ উৎসব। তাজমহলের নিয়ন্ত্রক ভারতের পুরাতত্ত্ব বিভাগও ঘোষণা দিয়েছে, তারা কিছুতেই তুলে দেবে না তাজমহলকে ওয়াক্ফ বোর্ডের হাতে। প্রয়োজনে তারা লড়বে সুপ্রিম কোর্টে।

### কীভাবে সূত্রপাত বিবাদের?

আগ্রার পাশে ফিরোজাবাদ। এই ফিরোজাবাদের বাসিন্দা ইরফান বেদার। কিছুদিন আগে, তাজ উৎসবের মাঝেই হঠাৎ করে এলাহাবাদ হাইকোর্টে একটি মামলা ঠুকে দেন এই দাবিতে যে তিনি শেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের বংশধর। তিনি চান তাদের এ সম্পত্তি (তাজমহল) 'ওয়াক্ফ' হিসেবে ঘোষণা করা হোক। একই সঙ্গে তিনি এও দাবি করেন, তাকে যেন করা হয় তাজমহলের 'মোতোয়াল্লি'। হাইকোর্ট বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য উত্তর প্রদেশের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা উত্তর প্রদেশ সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াক্ফ বোর্ডকে নির্দেশ দেয়। এই আবেদন পাওয়ার পর ওয়াক্ফ বোর্ড শুরু করেন সাক্ষ্য গ্রহণ। এরই মধ্যে হাজির হন প্রিন্স ইয়াকুব হাবিবুদ্দিন। তিনি নিজেকে দাবি করেন বাহাদুর শাহের 'নাতির নাতি' হিসেবে। একই সঙ্গে তিনি তাজমহলকে 'ওয়াক্ফ সম্পত্তি' হিসেবে ঘোষণা করে তাঁকে 'মোতোয়াল্লি' করার দাবি জানান। তবে তিনি তার এই আবেদন পেশ করেন সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াক্ফ বোর্ড ও তাজমহল কর্তৃপক্ষের কাছে। এই দু'টি আবেদন নিয়ে শুনানি শুরু করে ওয়াক্ফ বোর্ড। মাঝে উপস্থিত হন অমরনাথ মিশ্র নামের আরেক ব্যক্তি। তিনিও উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌর একটি ডিভিশন বেঞ্চে ঠুকে দেন

# তাজমহলের কারিগররা

১৬৩১ সালে বেগম মুমতাজ মহলের মৃত্যুর পর, মাত্র এক বছরের মধ্যেই সম্রাট শাহজাহান শুরু করেছিলেন এই ঐতিহাসিক সৌধের নির্মাণ কাজ। আর তা শেষ হয় ১৬৫৩ সালে। বেগম মুমতাজ মহল ১৬৩০ সালে ১৭ বছরের বিবাহিত জীবনে ১৪তম সন্তান ভূমিষ্ঠ করতে গিয়ে অকালে মারা যান। মুমতাজ মহল ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের প্রিয়তমা স্ত্রী। প্রাণ। শাহজাহানের জীবদ্দশায়ই বেগম মুমতাজ মহল সম্রাটের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর সম্রাট শাহজাহান গড়ে দেবেন তাজমহল। সেই প্রতিশ্রুটি রাখতে গিয়ে সম্রাট শাহজাহান গড়েছিলেন এই ঐতিহাসিক তাজমহল দীর্ঘ ২২ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে।

কিন্তু কে গড়েছেন তাজমহল বা কোন কারিগরের হাতের ছোঁয়ায় এই ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে তা নিয়ে এখনো ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। কারও কারও মতে তাজের পরিকল্পনার অনেকটাই ছিল স্বয়ং সম্রাটের। আবার সমকালীন নথিপত্রে মূল স্থপতি হিসেবে পাওয়া যায় দুটি নাম- ওস্তাদ ঈশা ও ওস্তাদ আহমেদ লাহোরির। ইতিহাসবিদরা মনে করেন সম্ভবত এ দুটি নাম একজনেরই। তাজমহল ছাড়াও, লালকেল্লা দুর্গের প্রধান স্থপতি হিসেবেও মেলে এঁদের নাম। আবার মুঘল দলিলপত্রে পাওয়া যায় সর্বমোট ৩৭ জন নকশানবিশ ও মুহান্দির (স্থপতি) পরিচালনায় তৈরি হয়েছে ঐতিহাসিক এই স্মৃতিসৌধ তাজমহল। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইসমাইল খান, লাহোরের স্বর্ণকার কাজিম খান, দিল্লির জহুরি চিরঞ্জিলাল, স্থপতি মুহম্মদ হানিফ, ইরান থেকে আসা বিখ্যাত শিরাজি লিপিকার আমানত খান উল্লেখযোগ্য। তাজের ফটকের মর্মর পাথরে আমানত খানের স্বাক্ষর রয়েছে। তাজের গায়ে খোদিত পবিত্র কোরআন শরীফের ২২টি সুরার লিপিটিও বহন করছে আমানত খানের স্বাক্ষর। এঁদের কাজকর্ম আবার দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল দুই স্থপতি মুকরিমত খান ও মীর আব্দুল করিমের ওপর।

*বাদশাহ শাহজাহান তাজমহলের মডেল দেখছেন : শিল্পীর দৃষ্টিতে*

এদিকে কলকাতার একটি বাংলা দৈনিক সম্প্রতি বিভিন্ন ইতিহাসের আলোকে ১০ জন কারিগরের নামও তুলে ধরেছেন। এঁরা হলেন ওস্তাদ ঈশা, ইসমাইল লাল রুমি, মুহম্মদ শরিফ, কাজিম খান, মুহম্মদ হানিফ, মুহম্মদ সায়ীদ, আমানত খান সিরাজী, মুহম্মদ খান, চিরঞ্জিলাল ও আতা মুহম্মদ।

এরই মাঝে অবশ্য তাজের স্থপতি বিতর্কে সে দিন নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন স্পেনীয় অগাস্টান ধর্মযাজক সেবাস্তিয়ান মানরিক। সে সময় মুঘলদের হাতে বন্দি ধর্মযাজক ফাদার অ্যান্টনিকে উদ্ধার করতে ১৬৪০ সাল নাগাদ সেবাস্তিয়ান মানরিক দিল্লিতে আসেন ১৬৪১ সালে। তিনি দাবি করেন, তাজের মুখ্য স্থপতি ইটালীয় জহুরি জেরোনিমো ভেরোনিও। এ সময় কিছুদিন আগ্রায় ব্যবসা করেছেন ভেরোনিও। সেবাস্তিয়ান মানরিকের দাবি, 'ভেরোনিওকেই তাজ গড়ার বরাত দিয়েছিলেন সম্রাট শাহজাহান। উপরন্তু তাকেই এ বাবদ ২ কোটি স্বর্ণমুদ্রা খরচও করতে বলেন'। কিন্তু সেবাস্তিয়ানের এই দাবির কোনো ঐতিহাসিক সমর্থন পাওয়া যায়নি। কেননা, সমকালীন নথি থেকে জানা যায়, তাজ শুরুর বছরই ভেরোনিও সুরাট চলে যায়। আর ১৬৪০ সালে লাহোরে তার মৃত্যু হয়।

মুমতাজ মহলের মৃত্যু হয়েছিল তাজমহলের অপর প্রান্তে। যমুনা নদীর অপর পাড়ে বুরহানপুরে। এ সময় বিদ্রোহী খান জাহান লোদীকে শায়েস্তা করতে সম্রাট সেখানেই ঘাঁটি গেড়েছিলেন। ৬ মাস পর মুমতাজের মরদেহ আনা হয় আগ্রায়। আর আজ যেখানে তাজমহল গড়া হয়েছে, সেই জায়গা নেয়া হয়েছিল জয়পুরের সামন্ত রাজা জয় সিংহের কাছ থেকে। এর বিনিময়ে জয় সিংহকে দেয়া হয় বারটি 'হাভেলি'। ২২ বছর ধরে ২০ হাজার কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রমে তৈরি হয় এ তাজমহল। সম্রাটের দরবারি ইতিহাসবেত্তা মোল্লা আব্দুল হামিদ লাহোরির 'বাদশানামা' অনুযায়ী সরকারি হিসাবে সে সময় তাজমহল নির্মাণে খরচ হয় ৪০ লাল সিক্কা। বেসরকারি হিসেবে ৩ কোটি সিক্কা (Sikka).

এদিকে গত বছরের জুলাই মাসে পাওয়া গেছে তাজমহল তৈরির সঙ্গে যুক্ত ৬৭০ জন কারিগরের নাম। তাজমহলের উভয় দিকের বিশাল দেয়ালের কাছে পাওয়া গেছে একটি ফলক। লাল বেলে পাথরের এ ফলকে আরবি ও ফার্সিতে লেখা আছে ওই ৬৭০ জন কারিগরের নাম। প্রত্নতাত্ত্বিকরা মনে করছেন, এরা ছিলেন তাজমহলের মজুর ও কারিগর। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ডি. দয়ালন জানিয়েছেন, নাম দেখে মনে হয়, এরা ছিলেন ইরান, মধ্য এশিয়া এবং ভারতের বাসিন্দা।

আরেকটি জনস্বার্থ মামলা। অমরনাথ মিশ্র একজন সমাজসেবা। তিনি আরেক উদ্ভট দাবি করে বসেন। আর্জিতে জানান, তাজমহল প্রাচীনকালে একটি হিন্দু মন্দির ছিল। আর এটি তৈরি করেছিলেন এক হিন্দু রাজা পরমার দেব সেই ১১৯৫-৯৬ সালের দিকে। লক্ষ্ণৌর ডিভিশন বেঞ্চ অবশ্য বাদীর আর্জি শোনার পর, মে মাসের শেষ সপ্তাহে মামলাটি খারিজ করে দেন।

অন্যদিকে ইরফান বেদার ও ইয়াকুব হাবিবুদ্দিনের আবেদনের পর শুনানি গ্রহণ শেষে গত ১৩ জুলাই উভয় প্রদেশের সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াক্ফ বোর্ডের চেয়ারম্যান হাফিজ ওসমান এক রায়ে জানিয়ে দেন, 'তাজমহল ওয়াক্ফ' সম্পত্তি। এখন এই তাজমহলের দায়িত্ব নেবে ওয়াক্ফ বোর্ড। ওয়াক্ফ বোর্ডের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ঝড় ওঠে দেশব্যাপী। কারণ তাজমহল আজ ভারতের সম্পদ। কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিগত সম্পদ নয়। এই তাজমহল থেকে প্রতিবছর আয় হয় ১৫ কোটি রুপি। যার একটি বিরাট অংশ খরচ হয় আগ্রা উন্নয়নের জন্য।

ওয়াক্ফ বোর্ডের চেয়ারম্যান হাফিজ ওসমান রায় ঘোষণা দিয়ে বলেন, তাজমহল এবং এর চারপাশের পাচিলঘেরা এলাকা ওয়াক্ফ সম্পত্তি। তিনি ১৯৯৫ সালের ওয়াক্ফ আইন অনুসারে তাজমহলকে

*এমনই দৃষ্টি নন্দন দৃশ্য চোখে পড়ে তাজমহলের আশেপাশে*

ওয়াক্ফ সম্পত্তি হিসেবে নথিভুক্ত করারও দাবি জানান। অবশ্য এ ঘটনার পর ভারতের পুরাতত্ত্ব বিভাগ ঘোষণা দিয়েছে, তারা ওয়াক্ফ বোর্ডের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে লড়বে। কারণ, সমস্ত ভারতবাসীই চাইছে তাজমহল ভারত সরকারের হাতে থাকুক। এতে তাজমহল সুরক্ষিত থাকবে।

### ভারত সরকারের ওয়াক্ফ বোর্ডের সিদ্ধান্ত খারিজ

এদিকে ওয়াক্ফ বোর্ডের এ সিদ্ধান্ত খারিজ করে দিয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। ভারতের পুরাতত্ত্ব বিভাগ খতিয়ে দেখছে ওয়াক্ফ বোর্ডের ১৩ পাতার রায়। রায়টি দেয়া হয়েছে হিন্দি ও উর্দু ভাষায়। সরকারও এই রায় নিয়ে আইনি পরামর্শ নিতে শুরু করেছে। এই রায় ঘোষণার পর কেন্দ্রীয় তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী জয়পাল রেড্ডি ওয়াক্ফ বোর্ডের দাবি উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, 'তাজমহলের বিষয়টির মীমাংসা আগেই হয়ে গেছে। এ নিয়ে আর কোনো মামলাই হতে পারে না।' প্রসঙ্গত, 'এনশিয়েন্ট মনুমেন্টস্ প্রিজারভেশন অ্যাক্ট ১৯০৪'-এর আওতায় ১৯২০ সালে তাজমহল ভারতের পুরাতত্ত্ব বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন। ১৯৮৯ সাল থেকে যখন তাজমহল দেখার জন্য টিকিটের ব্যবস্থা চালু হয়, তখন থেকেই এ আয়ের সিংহভাগ যাচ্ছে তাজমহলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পুরাতত্ত্ব বিভাগের হাতে। বিদেশী পর্যটকদের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ যাচ্ছে আগ্রা উন্নয়ন সংস্থায়। আর টিকেট চালুর পর থেকেই ওয়াক্ফ বোর্ড আয়ের ৭ শতাংশ দাবি করে আসছে। যদিও সরকার ওয়াক্ফ বোর্ডের এই দাবির প্রতি কর্ণপাত করেনি।

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী এইচ আর ভরদ্বাজও উড়িয়ে দিয়েছেন ওয়াক্ফ বোর্ডের দাবিকে। তিনিও পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, 'তাজমহল জাতীয় সম্পত্তি। কাজেই এ নিয়ে সমস্ত বিতর্কই অর্থহীন।' উত্তর প্রদেশ রাজ্য সরকারের ওয়াক্ফ মন্ত্রী শাকির আলীও বলেছেন, 'ওয়াক্ফ বোর্ডের এ নির্দেশের ফলে বিশ্বের এই ঐতিহ্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কারণ তাজমহল রক্ষণাবেক্ষণের এলেম বোর্ডের হাতে নেই।'

অন্যদিকে তাজমহল ইস্যুতে সূত্র খুঁজেছে বিজেপিও। দলের অন্যতম শীর্ষ নেতা মুকতার আব্বাস নাকভি প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে একটি চিঠিতে বলেছেন, 'যারা এ ধরনের দাবি তুলতে পারে তাদের আর রাখারই মানে হয় না। তাই অবিলম্বে ওয়াক্ফ বোর্ডগুলো তুলে নিক কেন্দ্রীয় সরকার'। প্রসঙ্গত, এনডিএ'র আমলে ওয়াক্ফ বোর্ডের কাজকর্ম খতিয়ে দেখতে যে সংসদীয় যৌথ কমিটি গঠন করা হয়েছিল তার চেয়ারম্যান ছিলেন এই মুকতার আব্বাস নাকভি। তাই তিনি আরো বলেছেন, ' তাজমহলের মতো এক ঐতিহাসিক স্থাপত্যের ওপর ধর্মের রঙ চড়াচ্ছে ওয়াক্ফ বোর্ড। তাদের এই দাবি ভারতের সংবিধান, আইনশৃঙ্খলা ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর দিকেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। এখনই যদি এদের গুরুত্ব দিয়ে মোকাবেলা করা না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে মারাত্মক কিছু ঘটতে পারে।' নাকভি প্রশ্নও তোলেন, 'যে সমস্ত জায়গায় নামাজ পড়া হয়, সেগুলো সবই যদি ওয়াক্ফ সম্পত্তি বলে গণ্য করা হয়, তাহলে দেশের ৯০ শতাংশ গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ভবনই ওয়াক্ফ বোর্ডের হাতে তুলে দিতে হবে।' তিনি আফশোস করে বলেন, 'যে ওয়াক্ফ বোর্ডগুলো তাদের কর্মীদের বেতন দিতে পারে না, নিজেদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে না, তাদের আর রেখে লাভ কি?'

### শেষ কথা

বেশ জমে উঠেছে এখন তাজমহল বিতর্ক যে দিকেই গড়াক, সাড়ে তিনশ' বছর পর মালিকানা নিয়ে কোনো বিবাদই বরদাস্ত করবে না ভারতের ১০০ কোটি মানুষ। তারা জানে, মোঘল সম্রাট শাহজাহানের তৈরি তাজমহল আর আজ কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এটা জাতীয় সম্পদ।

দেখা যাক, কোন কোন বিশেষজ্ঞের হাতে গড়ে উঠেছিল এ স্মৃতিসৌধ তাজমহল। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত ফার্সি পাণ্ডুলিপি ইবি হ্যাভেলের ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচারের উদ্ধৃতি দিয়ে পত্রিকাটি যে 'সারণী' ছেপেছে তাতে রয়েছে ১০ জনের নাম। এঁরা হলেন :

| ক্র: নং | নাম | কোন পদে | বেতন/সিক্কা |
|---|---|---|---|
| ১. | ওস্তাদ ঈশা (আগ্রা/শিরাজ) | প্রধান স্থপতি | ১০০০ |
| ২. | ইসমাইল খান রুমি (রুম) | গোল গম্বুজ বিশেষজ্ঞ | ৫০০ |
| ৩. | মুহম্মদ শরিফ (সমরখন্দ) | শিখর বিশেষজ্ঞ | ৫০০ |
| ৪. | কাসিম খান (লাহোর) | শিখর বিশেষজ্ঞ | ২৯৫ |
| ৫. | মুহম্মদ হানিফ (কান্দাহার) | ওস্তাদ রাজমিস্ত্রী | ১০০০ |
| ৬. | মুহম্মদ সায়ীদ (মুলতান) | ওস্তাদ রাজমিস্ত্রী | ৫৯০ |
| ৭. | আমানত খান শিরাজি (শিরাজ) | প্রধান লিপিকর | ১০০০ |
| ৮. | মুহম্মদ খান (বাগদাদ) | লিপিকর | ৫০০ |
| ৯. | চিরঞ্জিলাল (কনৌজ) | খোদাইকর | ৮০০ |
| ১০. | আতা মুহম্মদ (বুখারা) | ফুল খোদাইকর | ৫০০ |